ভোরের কাগজ

তারিখ 23 DEC 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকদের কর্মবিরতি থেকে আরো কঠোর কর্মসূচি আসছে

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম চরম অনিশ্চয়তার মুখে

বাপ্পা ঘোষ চৌধুরী, সিলেট থেকে : শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম চরম অনিশ্চয়তার দিকে এগিয়ে চলেছে। নতুন শিক্ষক নিয়োগ, আপগ্রেডেশন স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতির দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির আহ্বানে শিক্ষকদের চলমান কর্মবিরতি ছাড়াও আজ সোমবার থেকে আন্দোলনের আরো কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হচ্ছে। সে লক্ষ্যে আজ দুপুর ১২টায় শিক্ষক সমিতি জরুরি সাধারণ সভা আহ্বান করেছে। এদিকে জামাত-বিএনপি পন্থী ৩টি কয়েক শিক্ষক সভায় যোগ না দিয়ে ক্লাশ চালিয়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

অন্যদিকে উভয় পক্ষ গতকাল রোববার তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছে। শিক্ষক সমিতির ব্যানারে প্রায় ৭০ জন শিক্ষক গতকাল সকালে ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। মৌন মিছিলে শিক্ষকবৃন্দ বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড বহন করেন। এক শিক্ষকের হাতের ১টি প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল 'প্রিয় ছাত্রছাত্রী ক্ষমা করো, তোমাদের ক্লাশ নিতে পারছি না। এ জন্য দায়ী প্রশাসন।' মিছিলটি বার কয়েক ক্যাম্পাস ঘুরে লাইব্রেরি ভবনে গিয়ে শেষ হয়। এখানে সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. কবীর হোসেনের পরিচালনায় সংক্ষিপ্ত বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মোহাম্মদ ইউনুস আজ সোমবার সমিতির জরুরি সভায় কর্মবিরতি ছাড়াও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে বলে জানান।

শিক্ষক সমিতির কর্মসূচির প্রায় ১ ঘণ্টা পর ৩০/৩২ জন শিক্ষক নিয়ে সাধারণ শিক্ষকদের ব্যানারে জামাত-বিএনপি পন্থীরা ক্যাম্পাসে মৌন মিছিল, সমাবেশ করে। দুপুরে তারা এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। তাদের পক্ষে প্রফেসর মোঃ হাবিবুল আহসান সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে তিনি আন্দোলনের প্রেক্ষপট ও শাবি প্রশাসনের কর্মকাণ্ড তুলে ধরার চেষ্টা করেন। তবে সংবাদ সম্মেলন করে শাবি প্রশাসনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি তুলে ধরার অধিকার ১ জন শিক্ষকের রয়েছে কিনা এ প্রশ্নের জবাব তারা দিতে পারেননি। সংবাদ সম্মেলনে সাইফুদ্দিন ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা

● শেষের পাতার পর

আহমদ বলেন, আমরাও শিক্ষক সমিতির দাবি-দাওয়ার প্রতি একমত তবে কর্মবিরতির 'পক্ষে নই।' অথচ গত ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির সাধারণ সভায় ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে দাবিগুলো মেনে না নিলে এর পর থেকে লাগাতার কর্মবিরতি পালনের সিদ্ধান্তে হয়। এ সভায় বর্তমানে কর্মবিরতি বিরোধীরাও উপস্থিত থেকে কর্মবিরতি পালনের পক্ষে স্বাক্ষর করেছিলেন।

জামাত-বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা সংবাদ সম্মেলনে বলেন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মুহাম্মদ ইউনুসের পদত্যাগের পূর্বে তারা সমিতির কোনো সভাতেই যোগ দেবে না। তবে শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী কারো পদোচ্যুতি চাইলে সভায় উপস্থিত থেকে অনাস্থা প্রস্তাব আনার কথা উল্লেখ থাকার বিষয়টি নিয়ে এক প্রশ্নে তারা সঠিক কোনো জবাবই দেননি।

এদিকে সাধারণ শিক্ষকদের ব্যানারে বিএনপি-জামাতপন্থী শিক্ষকদের দাবিগুলো হলো ৩০ মাসের সেশন জটের অভিশাপ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করা। যা নতুন শিক্ষক নিয়োগ ছাড়া সম্ভব নয় বলে সচেতন মহল মনে করেন : এ প্রসঙ্গে এক শিক্ষকের মন্তব্য হলো '৩টি ব্যাচে ৪ জন শিক্ষক পড়ানো কি সম্ভব?'

এক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতামত অভিন্ন। একজন ছাত্রের সঙ্গে কথা বললে তারা বলেন, যোগ্য এবং প্রয়োজন মতো শিক্ষক না নিয়ে ক্লাশ নেওয়া হলে তা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে প্রতারণা করার শামিল। এছাড়া নতুন শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি ত্বরান্বিত করার দাবি রয়েছে। তবে শিক্ষক সমিতির আপগ্রেডেশন ও চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিগুলো সম্পর্কে তারা কোনো বক্তব্য রাখেননি।

এ ব্যাপারে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ড. কবির হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, সাধারণ বিষয়গুলো নিয়েও প্রশাসন সিন্ডিকেটের বৈঠক বসে। অথচ ছাত্র স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়টিতে প্রশাসনের টনক নড়ছে না, যা সত্যিই দুঃখজনক।